মাসি-পিসি

–মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

উদ্দেশ্য/শিখনফল

গল্পটি পড়ার পর শিক্ষার্থী–

ক. ১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষের দিনগুলো কী ভয়াবহ ছিল, তার বর্ণনা দিতে পারবে।
খ. মাসি-পিসির সংগ্রামী জীবনের তাৎপর্য উপলব্ধি ও ব্যাখ্যা করতে পারবে।
গ. গল্পকারের অন্যান্য গল্প ও সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে আগ্রহী হবে।
ঘ. গল্পকার সম্পর্কে মূল্যায়ন করতে পারবে।

পাঠ - ০১

লেখক-পরিচিতি

০১. জন্ম : ১৯ মে, ১৯০৮।
০২. জন্মস্থান : দুমকা, বিহার।
০৩. তিনি মার্কসবাদী লেখক বা বিজ্ঞানমনস্ক লেখক হিসেবে পরিচিত।
০৪. তাঁর রচিত প্রথম ছোটগল্প 'অতসীমামী'। বিখ্যাত ছোটগল্প 'প্রাগৈতিহাসিক'।
০৫. তাঁর শ্রেষ্ঠ্য উপন্যাস পদ্মানদীর মাঝি, পুতুলনাচের ইতিকথা ।
০৬. মৃত্যু : ১৯৫৬।

পাঠ-পরিচিতি

উৎস: গল্পটি প্রথম 'পূর্বাশা' পত্রিকায় (মার্চ-এপ্রিল ১৯৪৬) প্রকাশিত হয়। পরে এটি 'পরিস্থিতি' গল্পগ্রন্থে সংকলিত হয়। বর্তমান পাঠ গ্রহণ করা হয়েছে 'ঐতিহ্য' প্রকাশিত মানিক-রচনাবলি পঞ্চম খণ্ড থেকে।

শ্রেণি (Type) : 'মাসি-পিসি' বাল্যবিবাহ ও নারী নির্যাতন তথা সামাজিক সমস্যামূলক গল্প।

বিষয় (Content**):** 'মাসি-পিসি' দুই নিঃস্ব প্রৌঢ় বিধাব নারীর সংগ্রামী জীবনের গল্প। তাদের সংগ্রামের দুটি স্তর– একদিকে তারা জীবন ও জীবিকার সংগ্রামে ব্যস্ত, অন্যদিকে পিতৃ-মাতৃহীন বালিকাবধূ আল্লাদিকে রক্ষার জন্য তাদের সংগ্রাম। এসব মিলে মাসি-পিসি সংগ্রামী চেতনায় ভাস্বর।

মূলপাঠ: সংকেত

ক. খালপাড়ের ঘটনা,
খ. দুর্ভিক্ষ-১৯৪৩-এর খণ্ডচিত্র,
গ. একরাত্রির ঘটনা।

প্রধান ও অপ্রধান চরিত্রসমূহ

- মাসি-পিসি, আল্লাদি (বালিকাবধূ), জগু (আল্লাদির স্বামী), কৈলাস (দিনমজুর), রহমান (দিনমজুর) ।
- গোকুলবাবু (গ্রামের মোড়ল), কানাই চৌকিদার, পেয়াদা (৩টা), গুন্ডা (৩/৪টা), দারোগাবাবু, পুলিশ (১টা)

শব্দার্থ ও টীকা

শব্দার্থঃ

সালতি– শালকাঠ নির্মিত বা তালকাঠের সরু ডোঙা বা নৌকা।

খপর– খবর > খপর। এটি আঞ্চলিক কথ্য ভাষার শব্দ।

মেয়া– মেয়ে > মেয়া।

সোমত্ত– সমর্থ > সোমত্ত।

কাটারি– কাটবার দেশীয় অস্ত্রবিশেষ।

টীকাঃ

ক. 'বজ্জাত হোক, খুনে হোক, জামাই তো।'

খ. 'মাসি-পিসিকে পাগল করে তুলেছে গোকুল।'

গ. 'যুদ্ধের আয়োজন করে তৈরি হয়ে থাকে মাসি-পিসি।'

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও সৃজনশীল প্রশ্ন

বিভিন্ন বোর্ড (২০১৬ - ২০১৯)